দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 08 OCT 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

25

এসএসসি পরীক্ষা

ফলাফলের নিরপেক্ষতা প্রশ্নে অভিযোগ

রেজাউর রহমান ।। ঢাকা বোর্ডের ১৯৯৪ সালের এস, এস-সি পরীক্ষার ফলাফলের নিরপেক্ষতা নিয়া অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে। প্রকাশিত ফলাফলে মেধা তালিকায়

(১১শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

এসএসসি পরীক্ষা

(১ম পৃঃ পর,)

ক্ষেত্রে পরীক্ষার খাতা পুনঃ পরীক্ষণের জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী। অভিভাবকদের পক্ষ হইতে অভিযোগ, এইবার ঢাকার নামকরা কয়েকটি স্কুলের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের খাতার সঠিক মূল্যায়ন করা হয় নাই। রাজধানীর একটি নামকরা স্কুল গভঃ ল্যাবরেটরী স্কুলের টেষ্ট পরীক্ষায় এক হইতে ২০তম স্থান অধিকারী ছাত্রদের মধ্যে মাত্র ৭ জন বোর্ডে ষ্ট্যাণ্ড করিয়াছে। এই স্কুলের কয়েকজন শিক্ষকের অভিমত, ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে ঢাকা বোর্ড নিরপেক্ষতা হারাইয়াছে। অনেকে প্রশ্ন তুলিয়াছেন বুয়েটের কম্পিউটার সেকশন হইতে যে মেধা তালিকা পাঠানো হইয়াছে, তাহার সহিত প্রকাশিত মেধা তালিকার সঙ্গতি নাই।

জানা যায়, এই প্রথম বারের মত এস, এস, সি পরীক্ষার পর পরীক্ষকদের প্রথম যে তালিকা প্রণয়ন করা হইয়াছিল তাহা বাতিল করিয়া নূতন তালিকা প্রণয়ন করা হয়। পরীক্ষকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ঢাকার শিক্ষক। মফস্বলের স্কুলের শিক্ষকদের নিকট এইবার তেমন খাতা পাঠানো হয় নাই। নিয়ম অনুযায়ী একজন পরীক্ষকের খাতা দেখার কথা ৩ হইতে ৪ শত। কিন্তু এমন শিক্ষকের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে, যিনি একাই এক হাজার হইতে ১২ শত খাতা দেখিয়াছেন। গভঃ ল্যাবরেটরী স্কুলের জনৈক শিক্ষক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন : 'আমাদের স্কুল গত বছর মেধা তালিকায় সর্বোচ্চ স্থান দখল করিয়াছিল। এইবার আমাদের এস,এস,সি.ব্যাচে ছাত্ররা ছিল আরও মেধাবী। টেষ্ট পরীক্ষায় ১ হইতে ২০তম স্থান অধিকারীদের ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত ছিলাম, খাতার অবমূল্যায়ন করা না হইলে আমাদের ছাত্ররা বোর্ডে ষ্ট্যাণ্ড করিবেই। অথচ পরীক্ষার ফলাফল আমাদের হতাশ করিয়াছে। তিনি বলেন, স্কুল হইতে ছাত্রদের নাম রেজিষ্ট্রেশনের যে তালিকা বোর্ডে পাঠানো হয়, এই তালিকা অনুযায়ী বোর্ড কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের পরীক্ষার রোল নম্বর প্রদান করিয়া থাকে। অথচ গভঃ ল্যাবরেটরী স্কুলসহ কয়েকটি নামকরা স্কুলের ক্ষেত্রে এই সিরিয়াল রক্ষা করা হয় নাই। নামের তালিকা এলোমেলো করিয়া রোল নম্বর দেওয়া হইয়াছে। ইহাছাড়া পরীক্ষার সময় বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকরা ধর্মঘটে থাকায় অনেক অনভিজ্ঞ শিক্ষককে দিয়া খাতা দেখানো হইয়াছে। কেহ কেহ মাত্র ২ মাসে এক হাজার হইতে ১২ শত পর্যন্ত খাতা দেখিয়াছেন। ফলে সঙ্গত কারণেই অনেক মেধাবী ছাত্রের খাতার সঠিক মূল্যায়ন হয় নাই। একই স্কুলের একজন অংকের শিক্ষক বলেন, আমরা আমাদের ছাত্রদের জানি। চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিতে পারি বোর্ড যাহাদের মেধা তালিকায় স্থান দেখাইয়াছে, তাহাদের সহিত আমাদের টেষ্ট পরীক্ষায় ১ হইতে ২০তম স্থান অধিকারীরা পুনরায় পরীক্ষায় বসিলে আমাদের ছেলেরাই ভালো করিবে। তিনি বলেন, আমাদের এক মেধাবী ছাত্র ভূগোল বিষয়ের অবজেকটিভে পাইয়াছে ৪৮ নম্বর। অথচ সাবজেকটিভে পাইয়াছে শূন্য। প্রাকটিক্যাল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ না করিয়াও প্রথম বিভাগ অর্জনের কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে একটি স্কুলের জনৈক ছাত্র।

অভিযোগ উঠিয়াছে জনৈক শিক্ষকের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি কোচিং সেন্টারের ছাত্ররা কাকতালীয়ভাবে মেধা তালিকায় স্থান পাইয়াছে। বোর্ডের চেয়ারম্যানের বরাত দিয়া ২৫শে আগষ্ট কয়েকটি পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয় 'সেপ্টেম্বরের পূর্বে ফলাফল বাহির হইবে না।' অথচ ঐদিনই সন্ধ্যায় বিশৃংখল পরিবেশে বোর্ড ফলাফল প্রকাশ করে। ইহার পর টেবুলেশন সীট প্রণয়নের বিষয়টি বিলম্বে হইয়াছে। এক মাস পরও স্কুলগুলিতে টেবুলেশন সীট পৌছায় নাই। যাহা ব্যাপক জল্পনা-কল্পনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর লতিফুর রহমানের সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি সকল অভিযোগ ভিত্তিহীন অভিহিত করিয়া বলেন, প্রমাণ ছাড়া কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করা ঠিক হইবে না। এই প্রথম বারের মত কম্পিউটার পদ্ধতিতে ফলাফল প্রকাশ করা হইয়াছে। ফলাফল তৈরী ও প্রকাশের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা মোটেই ক্ষুণ্ন হয় নাই। তবুও যাহারা খাতা পুনঃ পরীক্ষা করাইতে চান বোর্ড তাহাদের অবশ্যই সহযোগিতা করিবে।

ঢাকা গভঃ ল্যাবরেটরী স্কুলের মেধাবী ছাত্রদের অভিভাবকদের পক্ষ হইতে খাতা পুনঃ মূল্যায়নের দাবী করিয়া শিক্ষা সচিবের নিকট আবেদন করা হইয়াছে। আবেদনপত্রে উল্লেখ রহিয়াছে : এই স্কুল দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দেশের সেরা মেধাবী ছাত্ররাই এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পায়। ফলে প্রতি বছরই এস, এস, সি, পরীক্ষার মেধা তালিকায় এই স্কুলের ছাত্রদেরই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাম থাকে। স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকের মতে স্কুল প্রতিষ্ঠার পর হইতে এইবারের পরীক্ষার্থীরাই ছিল সর্ব শ্রেষ্ঠ ব্যাচ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বছরের ফলাফল ছাত্র-শিক্ষক অভিভাবকদের হতাশ করিয়াছে। আমরা মনে করি, আমাদের সন্তানদের উত্তরপত্র সঠিকভাবে অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা মূল্যায়ন না করার কারণেই এই অসঙ্গতির সৃষ্টি হইয়াছে। পরীক্ষার পূর্ব হইতে বেসরকারী শিক্ষকদের ধর্মঘটের কারণে একটি বিশৃংখল পরিস্থিতির মধ্যে এই বছরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজে ধর্মঘটী শিক্ষকবৃন্দ অংশ গ্রহণ না করার কারণে এক একজন শিক্ষককে ২৫০টি উত্তরপত্রের স্থলে ৫০০ হইতে ১০০০'এর বেশী উত্তরপত্র মূল্যায়ন করিতে হইয়াছে। উপরন্তু প্রাথমিক স্কুল পর্যায়ের শিক্ষকসহ এস,এস,সি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের কোন অভিজ্ঞতা নাই এমন পরীক্ষকও উত্তরপত্র মূল্যায়ন করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি। ফলশ্রুতিতে ঢাকা শহরের সেরা স্কুলগুলির ছাত্রদের উত্তরপত্র সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আবেদনপত্রে ৩ জন অভিজ্ঞ নিরপেক্ষ পরীক্ষকের মাধ্যমে খাতা মূল্যায়ন পূর্বক পরীক্ষার ফলাফল পুনঃনির্ধারণের দাবী করা হইয়াছে।